সংবাদ

তারিখ ... 26 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ২ ...

শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাবে মন্ত্রণালয়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শতভাগ ফেল করেছে সেসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। সশরীরে উপস্থিত হয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে শতভাগ ফেল করার কারণ জানতে চাওয়া হবে। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যে জবাব দেবে তার

যাবে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৩

যাবে : পরিদর্শনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওপর ভিত্তি করেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এইচএসসি ফলাফল জানানোর সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন। এ সময় শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা চাই শিক্ষার্থীরা সবাই পাস করুক। কোন পরীক্ষার্থী যেন ফেল না করে তাই আমরা চাই। যে কারণে যেসব প্রতিষ্ঠান শতভাগ ফেল করেছে তাদের খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। এর ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমরা সশরীরে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইব শতভাগ ফেল করার কারণ কি?

শিক্ষার ফলাফল গতবারের চেয়ে খারাপ হয়েছে কিনা জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, উত্তীর্ণের হার কমলেও ফলাফল খারাপ হয়নি। তিনি বলেন, এবার যারা এইচএসসি পাস করেছে, তারা ২০০৭ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। সেই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৫৮ দশমিক ৩৬। এবার সে সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭২ দশমিক ৭৮ শতাংশ পাস করেছে। সুতরাং ৫৮ থেকে ৭২ শতাংশ সে দিক থেকে ফল ভাল।

এক বা দুজন পরীক্ষা দিয়ে শতভাগের তালিকায় ওঠার চেষ্টা করা হয়ে থাকে এমন অভিযোগের ব্যাপারে মন্ত্রী বলেন, এটা হতে পারে। তবে আমরা এ ব্যাপারেও খোঁজ খবর নিচ্ছি। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা নিয়ে কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। যারা শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এবছর প্রথম পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৫৮তম দিবসে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে মন্তব্য করে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সরকার শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এবার সুষ্ঠু, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, এবছরই সব শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল প্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। এসএমএস-এর মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশের বিগত বছরের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ৩শ'টি প্রতিষ্ঠানে ই-মেইলের মাধ্যমে ফলাফল প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্লাস শুরু হতে বিলম্ব হওয়া সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামীতে বছরের প্রথম দিন থেকেই এইচএসসি'র ক্লাস শুরু হবে, যাতে শ্রেণীতে পড়ালেখা ক্ষতি না হয়।

শিক্ষামন্ত্রী কৃতকার্য হওয়া ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণকে অভিনন্দন জানান এবং অকৃতকার্য হওয়া ছাত্রছাত্রীদেরকে নতুন উদ্যমে আগামীর জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবছরই প্রথম এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।